Contents

ইসলামের দৃষ্টিতে
মিত্রতা ও বৈরিতা

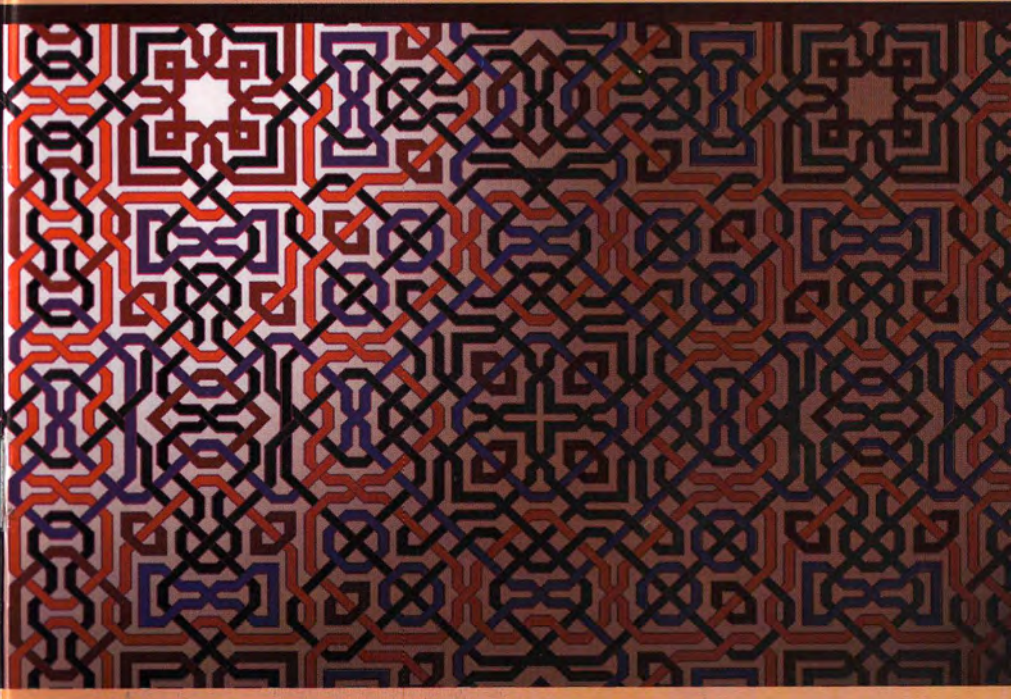

মূল: শায়খ সালেহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান
ভাষান্তর: আবূ ফাউযান আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ইসলামের দৃষ্টিতে
মিত্রতা ও বৈরিতা
الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ فِي الْإِسْلَام

মূলঃ শায়খ সালেহ্ বিন ফাউযান আল-ফাউযান

ভাষান্তরঃ আবু ফাউযান আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

ইসলামের দৃষ্টিতে মিত্রতা ও বৈরিতা

মূল: শায়খ সালেহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান
ভাষান্তর: আবু ফাউযান আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: মোহাম্মাদ আরিফুজ্জামান

মূল্য: ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

সূচীপত্র

বিষয়	পৃ:
অনুবাদকের আরজ	5
ইসলামের দৃষ্টিতে মিত্রতা ও বৈরিতার গুরুত্ব	7
প্রথমত: কাফেরদের সাথে মিত্রতার লক্ষণ: ১। পোশাক, কথা-বার্তা ইত্যাদীতে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা:	10
২। তাদের দেশে বসবাস করা এবং স্বীয় দ্বীন-ধর্ম রক্ষার্থে সেখান থেকে কোন মুসলিম দেশে হিজরত না করা:	10
৩। চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য তাদের দেশে ভ্রমণ করা:	11
৪। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা ও সমর্থন এবং তাদের প্রশংসা ও তাদের পক্ষে কথা বলা:	11
৫। তাদের মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হওয়া এবং তাদেরকে মুসলমানদের স্বার্থ জড়িত ও গোপনীয় পদে নিয়োগ করা এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ মিত্র ও উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করা:	11
৬। তাদের তারিখ ব্যবহার করা বিশেষ করে যে সমস্ত তারিখে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব সমূহ জড়িত, যেমন খৃষ্টিয় তারিখ:	14
৭। তাদের উৎসব সমূহে অংশ গ্রহণ, অথবা তাদের উৎসব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য অথবা তাদের অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদেরকে মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা প্রদান অথবা তাদের উৎসবে উপস্থিত হওয়া:-	14
৮। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসও বিকৃত ধর্ম সম্পর্কে না জেনেই তাদের প্রশংসা, তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারের সুনাম করা এবং তাদের বাহ্যিক চরিত্র ও যশ-খ্যাতিতে প্রভাবিত হওয়া:	14
৯। তাদের নামে নাম করণ:	16
১০। তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও রহমতের দোয়া করা:	16
১১। চাকুরী, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফেরদের সাহায্য-সহযোগীতা নেয়ার বিধান:-	16

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

মুমিনদের সাথে মিত্রতার কতিপয় লক্ষণ ১। কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে মুসলমানদের দেশে হিজরত করা:	19
২। মুসলমানদের ইহকালিন ও পরকালিন ব্যাপারে জান, মাল ও কথার মাধ্যমে প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগীতা করা:	20
৩। সুখে-দুঃখে তাদের অংশীদার হওয়া:	20
৪। তাদের হিতাকাঙ্খি হওয়া, মঙ্গল কামনা করা ও ধোকা না দেয়া:	20
৫। তাদের উজ্জত-সম্মান করা এবং অপমান ও ছিদ্রান্বেষণ না করা:	21
৬। অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং দুঃখ ও আনন্দে তাদের সাথে থাকা:	22
৭। তাদের সাথে মিলিত, সৌহার্দপূর্ণ সাক্ষাত ও একত্রিত হওয়া:	22
৮। তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন:	23
৯। তাদের দুর্বলদের প্রতি সহনুভূতি:	23
১০। তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা:	24
তৃতীয়ত: মিত্রতা ও শত্রুতার অপরিহার্যতার ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীভেদ	27

https://www.facebook.com/178945132263517

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরজ

সর্ব কালে সর্ব বিষয়ে প্রশংসা মাত্র আল্লাহর। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নাবী ও তাঁর নাবীর সাহাবা, বংশধর ও কিয়ামত অবধি তাঁর তারীকার যথাযথ অনুসারীদের প্রতি।

ড: সালেহ বিন ফাউযান আল ফাউযান প্রণীত আরবী " আল অলা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম" (ইসলামের দৃষ্টিতে মিত্রতা ও বৈরিতা) পুস্তিকার অনুবাদ শেষ করতে পেরে আল্লাহর নিকট অজুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার সীমিত দৃষ্টিতে বিষয়টি বাংলা ভাষায় একটি নতুন সংযোজন। অথচ বিষয়টি ঈমান ও আকীদার মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রকৃত ও মজবুত ঈমানের দাবীই হলো, আল্লাহ, তাঁর নাবী ও মুমিনদের সাথে যার আন্তরিকতা ও ভালবাসা রয়েছে তার সাথে আন্তরিকতা ও ভালবাসা রাখা এবং আল্লাহ, তাঁর নাবী ও মুমিনদের সাথে যার বৈরিতা রয়েছে তার সাথে বৈরিতা। পক্ষান্তরে এর বিপরিত নীতি কোন মুমেনের হতে পারেনা। কেউ আল্লাহ, ইসলাম, নাবী ও মুসলমানদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও লড়াই করবে আর তার সাথে কোন মুসলমান আন্তরিকতা ও মিত্রতা রাখবে, অসম্ভব! বরং সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (سورة المائدة:٥١)

অর্থাৎ: আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে মিত্রতা করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (সূরা মায়েদাহ:৫১)

এগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই শায়খ ড: সালেহ তাঁর প্রবন্ধটিতে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে তিনি কাফের ও মুশরিকদের সাথে মিত্রতার কতগুলি লক্ষণ এবং মুমিন-মুসলমানদের সাথে মিত্রতার কতিপয় লক্ষণ তুলে ধরেন এবং পরিশেষে মিত্রতা ও বৈরিতার ভিত্তিতে সমস্ত মানুষের প্রকারভেদ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী হলো, প্রকৃত মুমিন দ্বিতীয় শ্রেণী হলো প্রকৃত কাফের ও তৃতীয় শ্রেণী হলো গুনাহগার মুমিন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সাথে আলোচ্য নীতির রূপ স্পষ্ট, তবে তৃতীয় শ্রেণীর সৎ আমল ও পাপের ভিত্তিতে মিত্রতা ও বৈরিতা উভয়টিই বাস্তবায়ন হবে।

https://www.facebook.com/178945132263517

নিজের অযোগ্যতা বিবেচনায় থাকা সত্ত্বেও দ্বীনি ইলম প্রচারের ঈমানী দায়িত্ব পালনার্থে যতটুকু সমর্থ নির্ভুল করার চেষ্টা চালিয়েছি। তারপরও পাঠক সমীপে আরজ ভুল-ত্রুটি ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখে, ভুল-ভ্রান্তিগুলো জানালে কৃতজ্ঞ হবো। পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন পুস্তিকার লিখক, অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এটিকে সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন।

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান

১৯শে শাবান, ১৪২৪ হিজরী, রিয়াদ, সৌদী আরব।

https://www.facebook.com/178945132263517

ভূমিকা

(ইসলামের দৃষ্টিতে মিত্রতা ও বৈরিতার গুরুত্ব)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার পর আল্লাহর ওলী-মুমিনদেরকে ভালবাসা ও তাঁর শত্রুদের প্রতি বৈরিতা রাখা ওয়াজিব।

প্রত্যেক মুসলমান ইসলামী আকীদাহ পন্থীদের সাথে মিত্রতা পোষণ ও আকীদার বিরোধিদের সাথে বৈরিতা পোষণ করা ইসলামী আকীদা-মতাদর্শের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাওহীদ-একত্ববাদী খাঁটি মুসলমানদেরকে ভাল- বাসতে হবে ও তাদের সাথে মিত্রতা রাখতে হবে এবং মুশরিকদেরকে ঘৃণা ও তাদের সাথে বৈরিতা রাখবে। আর এটিই হল ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত, যার অনুসরণের জন্য আমরা আদিষ্ট। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾ (سورة الممتحنة:٤)

অর্থাৎ: "তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদরে মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে।" (সূরা মুমতাহিনা:৪)

উক্ত আকীদা-বিশ্বাস মুহাম্মাদ (ﷺ) এর শরীয়তেরও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة المائدة:٥١)

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা য়্যাহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে

https://www.facebook.com/178945132263517

মিত্রতা করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম-অত্যাচারী জাতিকে হিদায়াত দান করেন না।" (সূরা মায়িদা: ৫১)

আয়াতটি বিশেষভাবে আহলি কিতাব-য়্যাহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে মিত্রতা হারাম সম্পর্কে। আর সাধারণ কাফেরদের সাথে মিত্রতা হারাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء﴾ (سورة الممتحنة: ١)

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে মিত্ররূপে গ্রহণ করনা .." (সূরা মুমতাহিনা: ১)

বরং কাফেররা নিতটাত্মীয় হলেও মুমিনদের জন্য আল্লাহ

তায়ালা মিত্রতা হারাম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إِنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورة التوبة: ٢٣)

অর্থাৎ: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করনা যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে পছন্দ করে। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে মিত্রতা রাখবে, বস্তুত: ঐসব লোকই হচ্ছে জালেম।" (সূরা তাওবা: ২৩)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (سورة المجادلة: ٢٢)

অর্থাৎ: "আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এমন কোন জাতিকে তুমি পাবেনা যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে, হোন এই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের গোত্রীয় কেউ।"(সুরা মুজাদালাহ: ২২)

এই মহা মূলনীতি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞাত, বরং আমি আরবী রেডিওতে ইলম ও দাওয়াতে সম্পৃক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, "তারা নিশ্চয়ই আমাদের ভাই" বস্তুত: এটি একটি মারাত্মক কথা। কেননা, যেমন ভাবে আল্লাহ তায়ালা ইসলামী আকীদার

https://www.facebook.com/178945132263517

শত্রুদের সাথে ভালবাসা হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তেমনি তিনি মুমিনদের সাথে মিত্রতা ও ভালবাসাকে অপরিহার্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (سورة المائدة: ٥٥)

অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই তোমাদের মিত্র তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং

ঐ মুমিনরা যারা নামায সুপ্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং যারা এমতাবস্থায় রুকুকারী (বিনয়ী)।" (সূরা মায়িদাহ: ৫৫)

তিনি আরো বলেন:

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ﴾ (سورة الفتح: ٢٩)

অর্থাৎ: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর যারা তাঁর সহচর,

কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" (সূরা ফাতহ: ২৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورة الحجرات: ١٠)

অর্থাৎ: "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই" (সূরা হুজুরাত: ১০)

সুতরাং মুমিনগণ দীন ও আক্বীদার ভাই ভাই, যদিও তাদের পরস্পরের গোত্র, দেশ ও যুগ-যামানা ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থাৎ: "যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়াবান, দয়ালু।" (সূরা হাশর: ১০)

অতএব, মুমিনগণ সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত পরস্পর ভাই-ভাই, একে-অপরের দেশ ও যুগ যতদূরই হোক না কেন, তারা পরস্পরে ভালবাসা রাখে। পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে থাকে এবং তাদের একজন অপরজনের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মিত্রতা ও বৈরিতা বহি:প্রকাশের কতিপয় লক্ষণ রয়েছে, যার মাধ্যমে মিত্রতা ও বৈরিতা প্রকাশ পায়।

https://www.facebook.com/178945132263517

প্রথমত: কাফেরদের সাথে মিত্রতার লক্ষণ:

১। পোশাক, কথা-বার্তা ইত্যাদীতে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা:

এজন্যই নাবী (ﷺ) বলেন:

(من تشبه بقوم فهو منهم)

অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১)

সুতরাং আদর্শ-বৈশিষ্ট, অভ্যাস-আচরণ, ইবাদত, কৃষ্টি-কালচার ও চরিত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম, যেমন: দাড়ি কামান, মুচ-গোফ বড় রাখা বিনা প্রয়োজনে তাদের ভাষায় কথা বলা এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ও পানাহার ইত্যাদীতে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ।

২। তাদের দেশে বসবাস করা এবং স্বীয় দ্বীন-ধর্ম রক্ষার্থে সেখান থেকে কোন মুসলিম দেশে হিজরত না করা:

এ অর্থে ও এ উদ্দেশ্যে হিজরত করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য, কেননা কাফের দেশে বসবাস করা কাফেরদের সাথে মিত্রতারই প্রমাণ বহন করে। আর এ জন্যই আল্লাহ হিজরতে সমর্থবান মুসলিম ব্যক্তির জন্য কাফেরদের মধ্যে অবস্থান গ্রহণকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا، إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (سورة النساء: ٩٨-٩٩)

অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই যারা স্বীয় জীবনের প্রতি জুলুম করেছিল ফেরেস্তাগণ তাদের প্রাণ হরণের সময় বলে: তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? ওদের আবাস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস। তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায়

https://www.facebook.com/178945132263517

অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায়না, আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কেননা আল্লাহ পাপ মোচনকারী ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা: ৯৭-৯৯)

আল্লাহ তায়ালা কুফর দেশে বসবাস করার জন্য শুধু ঐ দুর্বল লোকদেরকে অপারগ সাব্যস্ত করেন যারা হিজরত করতে পারেনা। অনুরূপ ঐ সমস্ত মানুষ ও এর অন্তর্ভুক্ত যাদের অবস্থানে দ্বীনের স্বার্থ নিহিত রয়েছে, যেমন: আল্লাহর পথে দাওয়াত-আহবান ও কুফর দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

৩। চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য তাদের দেশে ভ্রমণ করা:

প্রয়োজন ব্যতীত কাফেরদের দেশে ভ্রমণে যাওয়া হারাম। প্রয়োজন বলতে যেমন চিকিৎসা, ব্যবসা এবং এমন উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জন করতে যাওয়া যা তাদের দেশে ব্যতীত সম্ভব নয়। তবে এমন অবস্থায় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর জন্য ভ্রমণ করা যায়, আর যখনই প্রয়োজন শেষ হবে মুসলমানদের দেশে প্রত্যাবর্তন করা অপরিহার্য। তবে কুফর দেশে ভ্রমণ করতে হলে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে করতে হবে: (১) স্বীয় দ্বীন-ধর্ম প্রকাশ করে চলবে (২) স্বীয় ইসলামে আড়ম্বরতা প্রকাশ করে চলবে। (৩) খারাপ ও অন্যায় স্থান সমূহ থেকে দূরে থাকবে (৪) শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হতে সতর্ক ও সচেতন থাকবে।

অনুরূপ কাফেরদের দেশে আল্লাহর পথে দাওয়াত ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য হলে ভ্রমণ করা জায়েয বা অবস্থাভেদে অপরিহার্য।

৪। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা ও সমর্থন এবং তাদের প্রশংসা ও তাদের পক্ষে কথা বলা:

এটি হল ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং মুরতাদ হওয়ার কারণ। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে আশ্রয় দেন।

৫। তাদের মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হওয়া এবং তাদেরকে মুসলমানদের স্বার্থ জড়িত ও গোপনীয় পদে নিয়োগ করা এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ মিত্র ও উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করা:

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا﴾ (سورة آل عمران: ١١٨-١٢٠)

অর্থাৎ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকে অন্ত রঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের অন্তর যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যদি তোমরা অনুধাবন কর। দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসেনা অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে ঈমান রাখ। আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দাঁতে কেটে থাকে। বল, তোমরা তোমাদের আক্রোশেই মর। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়।"

(সূরা আলে ইমরান: ১১৮-১২০)

উক্ত আয়াত সমূহে কাফেরদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁশ করে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা স্বীয় অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি কি ধরনের ধোকা ও খিয়ানতের চাল চালছে এবং তাদেরকে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন কৌশলে ক্ষতি করতে ও কষ্ট দিতে রত। তা ছাড়াও তারা মুসলমানদের মধ্যে তাদের প্রতি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করত: এ সুযোগের সৎ ব্যবহার করে তাদের ক্ষতিসাধন ও তাদেরকে লাঞ্ছিত করার চক্রান্তে লিপ্ত।

ইমাম আহমাদ আবু মুসা আল আশয়ারী (রাজিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আমি উমার (রাজিয়াল্লাহু আনহু) কে বললাম: আমার নিকট একজন খ্রিষ্টান কেরানী রয়েছে, (উমার রাজিয়াল্লাহু আনহু)

https://www.facebook.com/178945132263517

বলেন: আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন তোমার কি হয়েছে, তুমি কি আল্লাহর এ বাণী শ্রবণ করনি:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾

অর্থাৎ: "হে মুমিনগণ! তোমরা য়্যাহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর মিত্র।" (সূরা মায়িদা: ৫১)

তিনি আরো বলেন: তুমি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কেন গ্রহণ করনি, মুসা (আশয়ারী) বলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার তার লিখা প্রয়োজন, আর তার দ্বীন তার কাছে, তিনি বলেন: আল্লাহ যখন তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, আমি তাদেরকে সম্মানিত করতে পারিনা এবং যখন আল্লাহ তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করছেন তখন আমি তাদেরকে মর্যাদা দিতে পারিনা। আল্লাহ যাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন আমি তাদেরকে কাছে টেনে নিতে পারিনা।

ইমাম আহমাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) বদরের দিকে রওয়ানা হন, এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি তাঁর পিছে পিছে যাওয়া শুরু করে, এমনকি (মদীনার অদূরে) হাররা নামক স্থানে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর সে বলে: আমি চাই যে আপনার পিছে পিছে থাকব যেন আপনার সাথে আমাকেও (গনিমতের) কিছু মিলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বলল: না, তিনি বলেন: ফিরে যাও আমি মুশরিকের নিকট থেকে কখনও সাহায্য গ্রহণ করবনা।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১৭)

এ সব প্রমাণাদী থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে কাফেরদেরকে মুসলমানদের এমন কোন পদে নিয়োগ করা হারাম যার মাধ্যমে সে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ভেদ সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং তাদের ক্ষতি সাধনের চক্রান্ত করতে পারে।

অথচ বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহে ও হারামাইন শরীফাইনের দেশে কাফেরদেরকে কাজের জন্য আহবান জানানো হয় এবং তাদেরকে বাড়ীতে কর্মচারী, ড্রাইভার, চাকর, চাকরানী, ও সন্তান লালনপালনকারী নিয়োগ করা হয়। তাদেরকে স্বীয় পরিবারে অথবা মুসলমানদের সাথে নিজেদের দেশে অবাধ মিলে-মিশে থাকার সুযোগ করে দেয়া হয়।

https://www.facebook.com/178945132263517

৬। তাদের তারিখ ব্যবহার করা বিশেষ করে যে সমস্ত তারিখে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব সমূহ জড়িত, যেমন খৃষ্টিয় তারিখ:

খ্রিষ্টীয় তারিখ বলতে যা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের স্মৃতিচারণ স্বরূপ তারা বানিয়ে নিয়েছে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর দ্বীনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং এই তারিখ ব্যবহার করা হল তাদের নিদর্শনাবলী ও উৎসব সমূহ উজ্জিবিত করাতে অংশ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। তা থেকে বাচার জন্য সাহাবায়ে কেরাম ﷺ যখন খলীফা উমার (ﷺ) এর যুগে মুসলমানদের জন্য তারিখ প্রবর্তন করতে চান, তখন তারা কাফেরদের তারিখ প্রত্যাখ্যান করে রাসূলের হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজেদের তারিখ প্রবর্তন করেন। যা প্রমাণ করে যে, তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা অন্য ক্ষেত্রে যে সব বিষয় কাফেরদের বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত এ সব ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করা ওয়াজিব। ওয়াল্লাহুল মুসতায়ান।

৭। তাদের উৎসব সমূহে অংশ গ্রহণ, অথবা তাদের উৎসব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য অথবা তাদের অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদেরকে মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা প্রদান অথবা তাদের উৎসবে উপস্থিত হওয়া:-

আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ (سورة الفرقان:٧٢)

অর্থাৎ: "আর যারা মিথ্যায় অংশ গ্রহণ করেনা।" (আল ফুরকান: ৭২)

অর্থাৎ: রহমানের বান্দাদের একগুণ এরূপ হবে যে, তারা কাফেরদের উৎসব সমূহে উপস্থিত হবেনা।

৮। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসও বিকৃত ধর্ম সম্পর্কে না জেনেই তাদের প্রশংসা, তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারের সুনাম করা এবং তাদের বাহ্যিক চরিত্র ও যশ-খ্যাতিতে প্রভাবিত হওয়া:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (سورة طـه: ١٣١)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

অর্থাৎ: "তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিকস্থায়ী।" (সূরা ত্বাহা : ১৩১)

উক্ত আয়াতের অর্থ এ নয় যে, মুসলমানরা শক্তি সংগ্রহের উপায় অবলম্বন গ্রহণ করবেনা। যেমন শিল্প-কারিগরি শিক্ষা, অর্থনীতি শক্তিশালী করার বৈধ উপকরণ এবং সামরিক কৌশল শিক্ষা করা বরং এগুলির জন্য মুসলমানরা আদিষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:-

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾(سورة الأنفال: ٦٠)

অর্থাৎ: "তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর।" (সূরা আনফাল: ৬০)

এসব উপকরণ ও কৌশলাদী প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্যই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (سورة الأعراف: ٣٢)

অর্থাৎ: "বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বল, পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা ঈমান আনে.. (সূরা আরাফ: ৩২)

তিনি আরো বলেন:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا منه﴾ (سورة الجاثية: ١٣)

অর্থাৎ: "তিনি তোমাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই (নিজ অনুগ্রহে) নিয়োজিত করে দিয়েছেন।" (সূরা জাসিয়া: ১৩)

তিনি আরো বলেন:-

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (سورة البقرة : ٢٩)

অর্থাৎ: "তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল বাকারাহ: ২৯)

এজন্য অপরিহার্য হল, মুসলমানগণ যেন যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শক্তিতে সবার অগ্রগামী হয়। আর এসব অর্জনের ক্ষেত্রে যেন কাফেরদেরকে অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ না দেয়া হয় বরং তাদেরই যেন গড়ে উঠে শিল্প কারখানা ও ট্যেকনোলজীর কেন্দ্র সমূহ।

https://www.facebook.com/178945132263517

৯। তাদের নামে নাম করণঃ

কতিপয় মুসলমানদের অবস্থা হল, তারা ছেলে-মেয়েদের নতুন-নতুন নাম রাখে এবং পিতা-মাতা ও দাদা-দাদি ও তাদের সমাজে প্রচলিত নামগুলি প্রত্যাখ্যান করে, অথচ নাবী (ﷺ) বলেন:

(إن أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.)

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। (সহীহ মুসলিম : ২১৩২)

নামের পরিবর্তনের এ ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আশ্চার্য ধরণের নাম বিশিষ্ট এক প্রজন্ম গড়ে উঠেছে এবং এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের বংশধরের মধ্যে পরিচয় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা নিজেদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ নামে সে পরিচিত ছিল।

১০। তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও রহমতের দোয়া করাঃ

এটিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিম্নোক্ত বানীর মাধ্যমে হারাম করেন:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (سورة التوبة: ١١٣)

অর্থাৎ: "নাবী ও মুমিনদের জন্য আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয় যখন তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা: ১১৩)

কেননা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও রহমতের দোয়া করার মধ্যে তাদের ভালবাসা ও তারা যে ধর্মের উপর রয়েছে তার সত্যতার স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১১। চাকুরী, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফেরদের সাহায্য-সহযোগীতা নেয়ার বিধান:-

(ক) চাকুরী ক্ষেত্রে: আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (سورة آل عمران : ١١٨)

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকে অন্ত রঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের অন্তর যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর।"

(সূরা আল ইমরান: ১১৮)

বাগাভী (রাহেমাহুল্লাহ) তাফসীরে বলেন:-

لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ অর্থাৎ স্বীয় জাতির লোকদের ব্যতীত তোমরা কাউকে সঙ্গী-সাথী ও অন্তরঙ্গ-আমানতদার বানাবেনা। আয়াতের بطانه এর অর্থ একান্ত-আমানতদার বন্ধু। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণের নিষিদ্ধতার কারণ দর্শিয়ে বলেন:

لا يألونكم خبالًا অর্থাৎ তোমাদের যাতে ক্ষতি হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে তারা কোন ত্রুটি করবেনা।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন: অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ একথা জানেন যে, য়্যাহুদী, খৃষ্টান ও মুনাফিক জিম্মিরা মুসলমানদের মধ্য থেকে তাদের স্বজাতিদের নিকট মুসলমানদের অভ্যান্তরীন অবস্থা ও গোপনীয়তার খবর পাচার করে থাকে এ বিষয়ে আরবী কবি বলেন:

كل العداوة قد ترجى مودتها + إلا عداوة من عاداك في الدين..

অর্থাৎ: "প্রত্যেক শত্রুতা থেকে ভালবাসার আশা করা যায় কিন্তু দ্বীনি শত্রুর শত্রুতা থেকে তা (আশা করা) যায় না।

এ সব কারণে কাফেরদেরকে (চাকুরীতে) মুসলমানদের উপর প্রাধান্য দিয়ে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, বরং তাদের স্থানে তাদের চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলমানদেরকে নিয়োগ করা মুসলমানদের জন্য তাদের ইহকাল ও পরকালের ক্ষেত্রে বেশী উপকারী হবে। হালাল যদি অল্পও হয় তবুও তাতে বরকত রয়েছে এবং হারাম অধিক হলেও শিঘ্রই তা শেষ হয়ে যায় ও আল্লাহ তায়ালা তা থেকে বরকত উঠিয়ে নেন।

(শায়খুল ইসলামের বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে এখানে শেষ হল) দেখুন: তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থ: ২৮/৬৪৬)

উল্লেখিত বক্তব্যে স্পষ্ট হল:

১। কাফেরকে এমন কোন পদে নিয়োগ দেয়া উচিত নয়, যাতে তার মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন হবে বা তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, যেমন তাদেরকে মন্ত্রি বা উপদেষ্টার পদে নিয়োগ করা। কেননা আল্লাহ তায়ালার বানী হল:

https://www.facebook.com/178945132263517

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾(سورة آل عمران: ١١٨)

অর্থাৎ:"হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকে অন্ত রঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না।"

(সূরা আলে ইমরান: ১১৮)

অনুরূপ কাফেরদেরকে মুসলিম দেশের কোন কর্মকর্তা ও নিয়োগ করা জায়েয নেই।

২। তবে হাঁ কাফেরদেরকে কতিপয় এমন খুঁটি-নাটি সাধারণ কার্যাবলীতে বেতন-ভাতা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয আছে, যাতে ইসলামী দেশের রাজনীতিতে কোন ভয়াবহতার আশঙ্কা নেই। যেমন: রাস্তা-ঘাট নির্দেশিকা, ঘর-বাড়ী নির্মাণ ও রাস্তা-ঘাট সংস্কারের জন্য। কিন্তু শর্ত হল যদি এসব কর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য কোন মুসলমান না পাওয়া যায় তবে। নাবী (ﷺ) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনা হিজরতের জন্য বনি দাইলের এক মুশরিককে যার রাস্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল, পথ নির্দেশনার জন্য ভাড়া করে নিয়োগ করেছিলেন। (সহীহ বুখারী, ৩/৪৮)

(খ) যুদ্ধের জন্য কাফেরদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণের বিধান:

উলামা-বিদ্যানদের মাঝে এ ব্যাপারে মতভেদ বিদ্যমান,তবে বিশুদ্ধ মত হল: যদি ঐ সমস্ত কাফের থেকে জিহাদের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে প্রয়োজনে সহযোগীতা নেয়া জায়েয।

ইমাম ইবনে কাইয়্যেম হুদাইবিয়ার সন্ধির ফাইদা-উপকারিতা বর্ণনা করত: বলেন: "সন্ধির একটি উপকারিতা হল, যে মুশরিকের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই তার নিকট থেকে জিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ জায়েয, কেননা এতে এ উপকারও রয়েছে যে, সে শত্রুদের সাথে উঠা-বসার ফলে খবর সংগ্রহে অধিকতর হবে।" (দেখুন: যাদুল মায়াদ ৩/৩০১)

অতএব, এ ধরণের প্রয়োজনে জায়েয, কেননা আরো যেমন ঈমাম যুহরীর বর্ণনায় রয়েছে নাবী (ﷺ) সপ্তম হিজরীতে খয়বার যুদ্ধের সময় কতিপয় য়্যাহুদীর নিকট থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। অনুরূপ সফওয়ান মুশরিক অবস্থায় হুনাইন যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

প্রয়োজন বলতে বুঝায়, যেমন কাফেরদের সংখ্যা অনেক ও তাদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, (এমতাবস্থায় সাহায্য নেয়া জায়েজ) কিন্তু

https://www.facebook.com/178945132263517

এক্ষেত্রে শর্ত হল উক্ত কাফের যেন মুসলমানদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করে। পক্ষান্তরে বিনা প্রয়োজনে তাদের সাহায্য গ্রহণ না জায়েয, কেননা, কাফেরের গোপন অনিষ্টতার কারণে তাদের চক্রান্ত ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে সাধারণত নিরাপত্তা আশা করা যায়না।

দ্বিতীয়তঃ মুমিনদের সাথে মিত্রতার কতিপয় লক্ষণ

১। কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে মুসলমানদের দেশে হিজরত করা:

দ্বীন-ধর্মের হিফাজতের লক্ষে কাফেরদের দেশ থেকে বেরিয়ে ইসলামী দেশে পরিবর্তন হওয়াকে হিজরত বলা হয়।

এই অর্থে এবং এই উদ্দেশ্যে হিজরত করা ওয়াজিব। আর এ বিধান কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা অবধি অবশিষ্ট থাকবে। নাবী (ﷺ) মুশরিকদের মধ্যে অবস্থানকারী প্রত্যেক মুসলমান থেকেই স্বীয় সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং মুসলমানের কাফেরদের দেশে বসবাস করা হারাম, তবে তা যদি হিজরতে অপারগতা বা আল্লাহর পথে তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার মত কোন দ্বীনি কারণে হয় তাহলে কোন দোষ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (سورة النساء:٩٧-٩٩)

অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই যারা স্বীয় জীবনের প্রতি জুলুম করেছিল ফেরেস্তাগণ তাদের প্রাণ হরণের সময় বলে: তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? ওদের আবাস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস। তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায়না, আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কেননা আল্লাহ পাপ মোচন কারী ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা: ৯৭-৯৯)

https://www.facebook.com/178945132263517

২। মুসলমানদের ইহকালিন ও পরকালিন ব্যাপারে জান, মাল ও কথার মাধ্যমে প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগীতা করা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾ (سورة التوبة: ٧١)

অর্থাৎ: "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু।" (সূরা তাওবা: ৭১)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾ (سورة الأنفال:٧٢)

অর্থাৎ: "আর দ্বীনের ক্ষেত্রে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়।" (সূরা আনফাল: ৭২)

৩। সুখে-দুঃখে তাদের অংশীদার হওয়া:

নাবী (ﷺ) বলেন:

(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

অর্থাৎ: "মুমিনদের পরস্পর ভালবাসা, দয়া ও সহনুভূতির দৃষ্টান্ত শরীরের, যখন তার কোন অঙ্গ ব্যথিত হয় তো পূর্ণ শরীর আনিদ্রায় ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (বুখারী: ৭/৭৭-৭৮ - মুসলিম ২৫৮৬ (শব্দগুলি মুসলিমের)

তিনি (ﷺ) আরো বলেন:

(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه ﷺ.)

অর্থাৎ: "এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য ভবণ স্বরূপ যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। তিনি (বুঝানোর জন্য) তার হাতের আঙ্গুলগুলিকে পরস্পর মিলিত করেন।" (বুখারী ৭/৮০ , মুসলিম: হাদীস নং ২৫৮৫)

৪। তাদের হিতাকাঙ্খি হওয়া, মঙ্গল কামনা করা ও ধোকা না দেয়া:

নাবী (ﷺ) বলেন:

(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.)

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

অর্থাৎ: "তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।"
(বুখারী: ১/৯ মুসলিম: হাদীস নং ৪৫)

অন্য হাদীসে তিনি (ﷺ) বলেন:

(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره والتقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه..)

অর্থাৎ মুসলমান, মুসলামনের ভাই, সে তার প্রতি জুলুম করবেনা, সে তাকে অপমান করবেনা, সে না তাকে তুচ্ছ মনে করবে তাকওয়ার স্থান হল এখানে (অন্তরে), কোন ব্যক্তির (ধ্বংসের) জন্য এতটুকু খারাপীই যথেষ্ট যে, সে স্বীয় মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। এক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (বুখারী:৩/৯৮, মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৪)

তিনি (ﷺ) আরো বলেন:

(لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً..)

অর্থাৎ: "একে অপরে বিদ্বেষ পোষণ করনা, সম্পর্ক ছিন্ন করনা, (কেনার উদ্দেশ্য ছাড়া) দাম বৃদ্ধিও করনা এবং একজনের উপর অন্যজন বেচা-কেনা করনা (বরং) তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও।
(মুসলিম: হাদীস সং ২৫৬৪)

৫। তাদের উজ্জত-সম্মান করা এবং অপমান ও ছিদ্রান্বেষণ না করা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة الحجرات: ١١-١٢)

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ: "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে তারাই জালিম।

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করনা এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করনা। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

(সূরা হুজুরাত: ১১-১২)

৬। অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং দুঃখ ও আনন্দে তাদের সাথে থাকা:

এ আদর্শের বিপরিত আদর্শ হল মুনাফেকদের, যারা অনন্দ ও স্বাচ্ছন্দের সময় মুমিনদের সাথে থাকে এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة النساء: ١٤١)

অর্থাৎ: "যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জয় হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত হতে রক্ষা করিনি?" (সূরা নিসা: ১৪১)

৭। তাদের সাথে মিলিত, সৌহার্দপূর্ণ সাক্ষাত ও একত্রিত হওয়া:

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: (وجبتْ محبتي للمتزاورين فيَّ অর্থাৎ (আল্লাহ তায়ালা বলেন:) আমার জন্য যারা পরস্পর সাক্ষাৎ করল তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক: হা: নং ১৭৩৫)

https://www.facebook.com/178945132263517

অন্য হাদীসে রয়েছেঃ এক ব্যক্তি তার দ্বীনি ভাইয়ের সাক্ষাতে বের হলে আল্লাহ তায়ালা পথি মধ্যে এক ফেরেস্তা নিয়োগ করে দেন। ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে উত্তর দেয় আমি আমার দ্বীনি ভায়ের সাক্ষাৎ লাভের জন্য যাচ্ছি। ফেরেস্তা বলেঃ তুমি কি তার কোন অবদানের প্রতিদান প্রদানের জন্য যাচ্ছ? সে বলল: না, বরং আমি তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসি, ফেরেস্তা বলেঃ আমি তোমার প্রতি আল্লাহর ফেরেস্তা-দূত হিসেবে এখবর নিয়ে প্রেরিত হয়েছি যে, যেমন ভাবে তুমি তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাস আল্লাহ তোমাকে তেমন ভালবাসেন। (মুসলিম, হাঃ নং ২৫৬৭)

৮। তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ

এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ক্রয়ের উপর যেন ক্রয় না করে, তার দরাদরির সাথে যেন দরাদরি না করে, একের (বৈবাহিক) প্রস্তাবের উপর যেন অন্যে প্রস্তাব না দেয়, আর যে বৈধ কাজে সে অগ্রসর হয়েছে তার বিরোধতা যেন না করে।

নাবী কারীম (ﷺ) বলেনঃ

(ألا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه) وفي رواية

(ولا يسم على سوم أخيه)

অর্থাৎঃ "সাবধান! কোন মুসলমান স্বীয় মুসলিম ভায়ের ক্রয়ের উপর যেন ক্রয় না করে আর না তার প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে। (বুখারী ৩/২৪, মুসলিম ১৫১৪) অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ "এবং না তার দামা-দামির উপর সে দামা-দামি করবে। (মুসলিম, হাঃ নং ১৫১৫)

৯। তাদের দুর্বলদের প্রতি সহনুভূতিঃ

যেমন নাবী (ﷺ) বলেনঃ

(ليس منا من لم يوقّر كبيرنا ويرحم صغيرنا)

অর্থাৎঃ "যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করলনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (তিরমিজী হাঃ নং ১৯১৯)

তিনি (ﷺ) আরো বলেনঃ

(هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ: "তোমাদের দুর্বলদের কারণেই সাহায্য প্রাপ্ত হও এবং তাদের কারণেই তোমাদের রুজী পৌঁছে।" (বুখারী ৩/২২৫)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (سورة الكهف: ٢٨)

অর্থাৎ: "তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধায় আহবান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়োনা।" (সূরা কাহফ: ২৮)

১০। তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (سورة محمد: ١٩)

অর্থাৎ: "ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য।'

(সূরা মুহাম্মাদ: ১৯)

তিনি আরো বলেন:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾(سورة الحشر: ١٠)

অর্থাৎ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর।" (সূরা হাশর: ১০)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (سورة الممتحنة: ٨)

অর্থাৎ: "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়-বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননা। আল্লাহ তো ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা মুমতাহানা: ৮)

এই আয়াতের অর্থ হলো, কাফেরদের মধ্যে থেকে যারা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ না করে এবং না

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

তারেদকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে, তবে তার মুকাবিলায় মুসলমানরা ও ইহকালিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের সাথে ইহসান এবং ন্যায় পরায়ণতা বজায় রাখবে কিন্তু তাদের সাথে আন্তরিকতা রাখবেনা, কেননা আল্লহ তায়ালা বলেন:

﴿أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا﴾ (سورة الممتحنة: ٨)

অর্থাৎ: "তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়-বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননা।" (সূরা মুমতাহানা: ৮)

পক্ষান্তরে বলেননি যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখ।

এ ধরণেরই দৃষ্টান্ত কাফের পিতা-মাতার ব্যাপারে :

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ (سورة لقمان: ١٥)

অর্থাৎ: "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করাতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের অনুসরণ করনা তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।" (সূরা লুকমান: ১৫)

আর আসমার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কাফের মা স্বীয় অধিকার ও সদ্ব্যবহারের প্রত্যাশায় আসমার নিকট আসলে তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চান, তিনি তাকে বলেন: صلي أمك অর্থাৎ তুমি তোমার মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। (বুখারী: ৩/১৪২ মুসলিম, হা: নং ১০০৩)

অথচ আল্লাহ তায়ালার বাণী হলো:-

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أو إخوانهم﴾ (سورة المجادلة: ٢٢)

অর্থাৎ: "তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবেনা যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিগণকে ভালবাসে, হোকনা এই বিরুদ্ধাচারিরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই." (সূরা মুজাদালাহ: ২২)

মোট কথা: আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা ও ইহাকলিন ইহসান-প্রতিদান এক কথা আর ভালবাসা ও বন্ধুত্ব অন্য জিনিস।

কেননা অত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা ও উত্তম ব্যবহারে রয়েছে ইসলামের প্রতি কাফেরদেরকে উৎসাহিত করণ, সুতরাং উভয় হচ্ছে দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।

https://www.facebook.com/178945132263517

পক্ষান্তরে ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব রাখা এ থেকে সম্পূর্ণই আলাদা, এ উভয়টিই কাফেররা যে ধর্মের উপর রয়েছে তার স্বীকৃতি ও তার প্রতি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ। আর তা তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত না দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অনুরূপ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব হারামের অর্থ এ নয় যে, তাদের সাথে বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য উপকারী বস্তুসমূহ, শিল্পজাত দ্রব্যাদী আমদানী-রপ্তানী এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও

বৈজ্ঞানিক আবিস্কার থেকে উপকৃত হওয়া হারাম।

নাবী (ﷺ) ইবনে আরীকাত লাইসীকে রাস্তা প্রদর্শনের জন্য ভাড়া করেছিলেন, কিন্তু সে কাফের ছিল। অনুরূপ তিনি কতিপয় য়্যাহুদীর নিকট থেকেও ঋণ নিয়েছিলেন।

বর্তমানে মুসলমানগণ কাফেরদের সাথে যে ব্যবসা পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করে থাকে এ সম্পর্ক মুল্যের মাধ্যমে ও লেন-দেনের মাধ্যমে। অতএব, আমাদের উপর কাফেরদের এ ক্ষেত্রে কোন দয়া-অনুগ্রহ নেই।

অতএব, তা তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কারণের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা এবং কাফেরদের সাথে বৈরিতা ও ঘৃণা রাখা ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ (سورة الأنفال: ٧٢-٧٣)

অর্থাৎ: "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয়দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নাই; আর দ্বীন সম্বন্ধে তারা যদি তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের

https://www.facebook.com/178945132263517

মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু , যদি তোমরা তা (মুমিনদের পরস্পর মিত্রতা সুদৃঢ় করা ও কাফেরদের সাথে বৈরিতা) না কর তবে যমিনে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।" (সূরা আনফাল: ৭২-৭৩)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন:

আল্লাহর বাণী (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

এর অর্থ হল, যদি তোমরা মুশরিকদের সাথে দুরত্ব বজায় এবং মুমিনদের সাথে ভালবাসা ও মিত্রতা না রাখবে মানুষের মাঝে ফিতনা-বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, আর তা এমনরূপ ধারণ করবে যা মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে সৃষ্টি হবে, যার ফলে মানুষের মাঝে বিপর্যয়ের পরিধি বহু দৈর্ঘ ও প্রস্থে ছড়িয়ে যাবে।

লেখক বলেন: এ পরিস্থিতি বর্তমান যুগে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

والله المستعان..

তৃতীয়ত: মিত্রতা ও শত্রুতার অপরিহার্যতার ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীভেদ

মিত্রতা ও বৈরিতার ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষ তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: এদের সাথে প্রকৃত ভালবাসা থাকবে। এবং কোন ধরণের শত্রুতা থাকবেনা:

তাঁরা হলেন, খাঁটি মুমিনবৃন্দ, অর্থাৎ নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের জামায়াত। সবার শির্ষে হল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তাঁর প্রতি ভালবাসা স্বীয় জান, সন্তান, পিতা-মাতা ও সবার চেয়েও অধিক হতে হবে। অতঃপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হল যথাক্রমে তাঁর স্ত্রীবর্গ-মুমিনদের জননীবৃন্দ, পূত-পবিত্র আহলে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে খলিফা চতুষ্টয় ও অবশিষ্ট বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্তগণ, মুহাজির ও আনসারগণ, আহলে বদর, আহলে বাইয়াতে রেজওয়ান। অতঃপর অবশিষ্ট সমস্ত সাহাবা রাজিয়াল্লাহু আনহুম।

অতঃপর তাবেয়ীনে কিরাম ও শ্রেষ্ঠযুগের লোক এবং এ উম্মতের

সৎ উত্তরসূরী ও ইমাম যেমন: ইমাম চতুষ্ঠয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ: "যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়াবান, দয়ালু।" (সূরা হাশর: ১০)

যার অন্তরে ঈমান রয়েছে সে কখনো সাহাবাদের প্রতি ও সালাফে সালেহীনদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখতে পারেনা, বরং বিভ্রান্ত, মুনাফিক ও ইসলামের শত্রুরাই তাদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখতে পারে, যেমন: রাফেজীও খারেজীরা রেখে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

দ্বিতীয় প্রকার: যাদের সাথে প্রকৃত শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ রাখা এবং কোন ধরণের ভালবাসা ও মিত্রতা না রাখা:

তারা হল প্রকৃত কাফের, অর্থাৎ তারা কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, মুর্তাদ ও বিভিন্ন জাতির নাস্তিক সম্প্রদায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (سورة المجادلة:٢٢)

অর্থাৎ: "আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এমন কোন জাতিকে তুমি পাবেনা যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে, হোন এই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের গোত্রীয় কেউ।" (সুরা মুজাদালাহ: ২২)

আল্লাহ তায়ালা বণী ইসরাঈলকে দোষারোপ করত: বলেন:

﴿تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (سورة المائدة: ٨٠-٨١)

অর্থাৎ: "তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সাথে মিত্রতা করতে দেখবে, কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম। যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন, তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ, নাবী ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতনা, কিন্তু তাদের অনেকে ফাসেক।" (সূরা মায়িদা: ৮০-৮১)

তৃতীয় প্রকার: যাদের প্রতি কোন কোন কারণে ভালাবাস রাখা ও কোন কোন কারণে বিদ্বেষ পোষণ করা:

https://www.facebook.com/178945132263517

অর্থাৎ: এ শ্রেণীর প্রতি ভালবাসা ও বৈরিতা দুটিই একত্রিত হবে। এরা হল গুনাহগার- পাপি মুমিনদের দল। তাদেরকে তাদের ঈমান অনুপাতে ভালবাসতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে গুনাহ-পাপ, যা কুফর ও শিরক পর্যন্ত গড়ায়না সে অনুপাতে বিদ্বেষ রাখতে হবে।

এ শ্রেণীর প্রতি ভালবাসার দাবী হল, তাদের কৃতকর্মের জন্য নসীহত করা ও তা অপছন্দ করা, তাদের পাপাচারে চুপ না থেকে তা প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দেয়া, তাদের উপর শরীয়তের বিধান ও শাস্তি সমূহ জারী করা, যার ফলে তারা যেন স্বীয় পাপাচার থেকে বিরত হয় এবং গুনাহ থেকে তওবা করে।

কিন্তু তাদের সাথে না শক্ত হিংসা-বিদ্বেষ রাখা যাবে, আর না তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে, যেমনটি শির্ক ব্যতীত অন্য পাপীদের সম্পর্কে খারেজীদের ধারণা, আর না তাদের সাথে খাঁটি ভালবাসা ও মিত্রতা রাখা যাবে, যেমনটি মুরজিয়াদের ধারণা। বরং তাদের সাথে উল্লেখিত নীতি মোতাবেক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাজহাব।

আল্লাহর জন্যেই ভালবাসা এবং আল্লাহর খাতিরেই শত্রুতা রাখা ঈমানের সবচেয়ে শক্ত হাতল, হাদীসে যেমন এসেছে কিয়ামতের দিন মানুষ তার সাথেই হবে যাকে সে ভালবাসত।

বর্তমানের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে মানুষের মিত্রতা ও শত্রুতা বেশীর ভাগ পার্থিব জগতের স্বার্থে হয়ে চলেছে। সেজন্য দেখা যায় যার সাথে পার্থিব্য স্বার্থ ও লোভ-লালসা জড়িত তাকে তারা ভালবাসে যদিও সে আল্লাহ, তার রাসূল ও মুসলমানদের শত্রু। পক্ষান্তরে যার সাথে পার্থিব্য স্বার্থ ও লোভ-লালসা জড়িত নেই তার সাথে সামান্য কারণেই শত্রুতা বজায় রাখে তাকে সংকির্ণতায় ফেলে দেয় এবং তুচ্ছ ভাবে যদিও সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মিত্র।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

(من أحب في الله وأبغض في الله و والى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يُجدى على أهله شيئاً) (رواه ابن جرير).

অর্থাৎ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য (কাউকে) ভালবাসল, আর আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করল, আর আল্লাহর জন্যই মিত্র হিসেবে গ্রহণ করল এবং

https://www.facebook.com/178945132263517

আল্লাহর জন্যই (কারো সাথে) শত্রুতা পোষণ করল, তার মাধ্যমেই নিশ্চয় আল্লাহর অভিভাবকত্ব অর্জন হবে কিন্তু মানুষের অধিকাংশ মিত্রতা পোষণ হয়ে উঠেছে পার্থিব্য কেন্দ্রিক, আর এটা তাদের জন্য কোন ক্রমেই কল্যাণ বয়ে আনবেনা।" (ইবনে জারীর)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন:

(إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. الخ) (البخاري)

অর্থাৎ: "আল্লাহ তায়ালা বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। (বুখারী, ৭/১৯০)

আল্লাহর সব চেয়ে বড় শত্রু ঐ ব্যক্তি, যে রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীদের সাথে শত্রুতা রাখে, তাদের গালী দেয় এবং তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

(الله الله في أصحابي ، الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه..)

অর্থাৎ আমার সাহাবীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক আমার সাহাবীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আমার পরে তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করনা, যারা তাদেরকে ভালবাসে তাদের প্রতি আমার ভালবাসা, আর যারা তাদেরকে ঘৃণা করে তাদের প্রতি আমার ঘৃণা, যে তাদেরকে কষ্ট দিল সে যেন নিশ্চয় আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল, হতে পারে তাকে আল্লাহ অতিসত্ত্বর পাকড়াও করবেন। (তিরমিজী: ৩৮৬২)

বর্তমানে সাহাবীদের সাথে শত্রুতা ও তাদেরকে গালা-গালী করা কতিপয় ভ্রান্তদলের দ্বীন ও আক্বীদায় পরিণত হয়েছে।

আমরা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি ও কষ্টদায়ক আজাব থেকে আশ্রয় চাই এবং তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه...

https://www.facebook.com/178945132263517

Contents

https://www.facebook.com/178945132263517